দলীয় পদ ছাড়তে চার মেয়রের অনীহা

সিলেট, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল সিটি করপোরেশনের নবনির্বাচিত চার মেয়র দলীয় পদ ছাড়তে চাইছেন না। তারা স্বপদ রক্ষায় আইনের শরণাপন্ন হবেন। স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (সিটি করপোরেশন) ২০০৮ এর ৭ নম্বর ধারার ৩ নম্বর উপ-ধারা অনুযায়ী, বিজয়ী প্রার্থী কোন রাজনৈতিক দলের কোন পদে থাকলে তাকে স্বপদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে শপথ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এই বিধান মতে, সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত সকল মেয়রকেই দলীয় পদ ছাড়তে হবে। কিন্তু চার মেয়র সিলেটের বদর উদ্দিন আহমদ কামরান, খুলনার তালুকদার মোহাম্মদ আবদুল খালেক, রাজশাহীর এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন এবং বরিশালের শওকত হোসেন হিরন দলীয় পদে থেকেই মেয়রের দায়িত্ব পালন করতে চাইছেন। তারা স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (সিটি করপোরেশন) ২০০৮-এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট বিধান চ্যালেঞ্জ করে আদালতে রিট আবেদন দায়ের করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই বিষয়ে চার মেয়র নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শও করেছেন। এই ব্যাপারে রাজশাহীর মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন আইনজীবীদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, চার মেয়র আদালতে যাবেন। আদালতের দিক-নির্দেশনাই সব কিছু চূড়ান্ত করবে। তালুকদার মোহাম্মদ আবদুল খালেক স্পষ্ট কিছু না বললেও আইনগত দিকগুলো খতিয়ে দেখার তাগিদ অনুভব করছেন। চার মেয়রই আওয়ামী লীগের পদস্থ নেতা। বদর উদ্দিন আহমদ কামরান সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি, তালুকদার মোহাম্মদ আবদুল খালেক খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি, এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং শওকত হোসেন হিরন বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের আহবায়ক। এর মধ্যে তালুকদার মোহাম্মদ আবদুল খালেক এবং এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহি সংসদেরও সদস্য। তবে আদালতের নির্দেশনা না পেলে মেয়ররা শপথ গ্রহণের আগেই তাদের দলীয় পদ ছেড়ে দেবেন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। বদর উদ্দিন আহমদ কামরান কারাবন্দি থাকায় সিরাজ বক্স সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। কামরানকে দলীয় পদ ছাড়তে হলে সিরাজ বক্স তার দায়িত্ব অব্যাহত রাখবেন। খুলনায় তালুকদার মোহাম্মদ আবদুল খালেকের জায়গায় ইউনুস আলী ইনু ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বরিশালে শওকত হোসেন হিরনের জায়গায় সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক এডভোকেট আফজালুল করিম, খায়রুজ্জামান লিটনের জায়গায় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন ১ নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান বাদশা।

—নিজস্ব প্রতিবেদক

পিআইডি'র চিফ ফিচার রাইটারের দায়িত্বে অবহেলা ও অনিয়ম

আকতার হোসেন তথ্য ক্যাডারের ৯ম ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি তথ্য অধিদফতরের চিফ ফিচার রাইটার পদে নিয়োজিত আছেন। তথ্য অধিদফতরের চিফ ফিচার রাইটার পদটি সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। সরকারের উন্নয়নমুখী এবং পজেটিভ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রচার-প্রচারণার জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আকতার হোসেন সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত থেকে দায়িত্বে চরম অবহেলা করে যাচ্ছেন। তিনি নিয়মিত অফিসে আসেন না। যদিও অফিসে আসেন তবে ৪ টার পরে। এসে খোশ-গল্প করে চা-নাস্তা খেয়ে চলে যান। অথচ তিনি সরকারের বেতন-ভাতা নিয়মিতই গ্রহণ করছেন। এভাবে তিনি গত এক বছর ধরে সরকারি নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে দায়িত্বে অবহেলাসহ নানা অনিয়ম করে যাচ্ছেন। দায়িত্বে অবহেলার কারণে তাকে ইতিপূর্বে ডিএফপিতে থাকাকালে শোকজও করা হয়েছিল। এরপরও তার স্বেচ্ছাচারী প্রবণতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ডিএফপিতে থাকাকালে নানা রকম অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে তিনি প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিকও হয়েছেন।

ইতিপূর্বে ৯ বছরেরও বেশি সময় ডিএফপি'র সহকারী পরিচালক (বিজ্ঞাপন) পদে নিয়োজিত ছিলেন আকতার হোসেন। ওই সময় ডিএফপি'র বিজ্ঞাপন শাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও লোভনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন ধরনের সরকারি বিজ্ঞাপন এখান থেকে বণ্টন হতো। ফলে বিজ্ঞাপন নিতে আসা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে এ শাখার কর্মকর্তারা আর্থিকভাবে লাভবান হতেন। এছাড়া বিজ্ঞাপন জালিয়াতি তো ছিলই। বিভিন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকাগুলোর সঙ্গে তার ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ শাখায় নিয়োজিত থেকে তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞাপন জালিয়াতি, বণ্টন দুর্নীতিসহ নানা অনিয়মের সাথে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্নীতির মাধ্যমে তিনি প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হন। পরবর্তীতে তিনি উপ-পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এ পদোন্নতির কারণে তাকে কিছু দিনের জন্য তথ্য অধিদফতরে বদলি হতে হয়। সেখান থেকে তদবিরের মাধ্যমে তিনি আবার ডিএফপি'র বিজ্ঞাপন শাখায় উপ-পরিচালক পদে পোস্টিং নিয়ে আসেন। বিগত জোট সরকার আমলে ডিএফপি থেকে বিজ্ঞাপন বন্টন ক্ষমতা চলে গেলে তিনি এ শাখা ছেড়ে তদবির করে ডিএফপি'র প্রশাসন শাখায় চলে আসেন। কিন্তু এ শাখায়ও তেমন বড় ধরনের কোন অবৈধ আয়ের সুযোগ না থাকায় কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ডিএফপি'র প্রশাসন শাখায় দায়িত্বে অবহেলা ও নিয়মিত অফিস না করার দরুন তাকে শোকজও করা হয়। সেখানে ডিএফপি এবং মন্ত্রণালয় উভয় স্থান থেকে কয়েক দফায় দায়িত্বে অবহেলার জন্য শোকজ নোটিশ প্রদান করা হয়। এর পরও সেখানে তিনি ভাল পারফরমেন্স দেখাতে না পারায় তাকে আবার পিআইডিতে চিফ ফিচার রাইটার পদে বদলি করা হয়। এখানে এসেও তিনি দায়িত্বে অবহেলা করতে থাকেন। এ কারণে তার তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে সম্প্রতি পিআইডি'র সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকারকে তার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ফিচার রিলিজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু আকতার হোসেন এখনও সরকারি নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে আগের মতই দায়িত্বে অবহেলা করে যাচ্ছেন। অথচ এসবের জন্য এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। বিশেষ মহলের সহযোগিতায় আকতার হোসেন এভাবে বার বার পার পেয়ে যাচ্ছেন। তিনি ক্রমাগত চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলেও পিআইডি গত এক বছরে তার বিরুদ্ধে একটিও শোকজ লেটার ইস্যু করেনি।

নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে আকতার হোসেন প্রচুর অর্থ কামিয়েছেন। অবৈধ উপার্জনের টাকা দিয়ে ব্যক্তিগত গাড়িসহ অনেক সম্পদ করেছেন। ধানমণ্ডির সাতমসজিদ রোডে শঙ্কর বাস স্ট্যান্ডের পাশে ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং সিডার নামে তার একটি এনজিও আছে। তিনি দিনের অধিকাংশ সময় এই ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং এনজিও'র কাজে ব্যয় করেন। অবৈধ সম্পদ অর্জনের পাশাপাশি তার চরিত্রগত কিছু সমস্যাও দেখা দিয়েছে।

—নিজস্ব প্রতিবেদক